বাংলাদেশের প্রথম

রাষ্ট্রপতি	শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন
পররাষ্ট্র মন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এ.এই.এম কামরুজ্জামান
অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
সশস্ত্র বাহিনী প্রধান	জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
স্পীকার (জাতীয় সংসদ)	মোহাম্মাদ উলাহ
স্পীকার (গণপরিষদ)	শাহ আব্দুল হামিদ
বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর	এ.এন হামিদুলাহ
প্রধান বিচারপতি	এ.এস,এম সায়েম
এটর্নি জেনারেল	এম এইচ খন্দকার
নির্বাচিত মেয়র	মোহাম্মাদ হানিফ
মহিলা প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া
পতাকা উত্তোলন	২মার্চ ১৯৭১ (ঢা.বি)
সংসদ নির্বাচন	৭ মার্চ ১৯৭৩
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন	১৯৭৮ সাল
বাণিজ্য জাহাজ	বাংলার দূত
রণতরী	বি.এন.এস পদ্মা
মুদ্রা চালু	৪মার্চ ১৯৭২
বিমান চালু	৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র	বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি
প্রথম পানি শোধন প্রকল্প	চাঁদনী ঘাট
বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মাদ ইদ্রিস
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মেয়র	ব্যরিষ্টার আবুল হাসনাত
মহিলা পাইলট	কানিজ ফাতিমা রোকসানা
মহিলা ব্যারিস্টার	মিসেস রাবেয়া ভুঁইয়া
মহিলা নোটারী পাবিলক	কামরুন নাহার লায়লী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি	পি জে হার্টস
বাংলা ছায়াছবি	মুখ ও মুখোশ
বিমানবাহিনী প্রধান	এ কে খন্দকার
বিরোধী দলীয় মহিলা নেত্রী	শেখ হাসিনা
মহিলা সচিব	জাকিয়া আকতার

tanbircox.blogspot.com

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মহিলা বিগ্রেডিয়ার	সুরাইয়া রহমান
উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত	শরবিন্দু মেখর চাকমা
নিরক্ষর মুক্ত গ্রাম	কচুবাড়ী, কৃষ্টপুর, ঠাকুরগাঁও
নিরক্ষরমুক্ত জেলা	মাগুরা
বিশ্বকাপ ক্রিকেট অংশগ্রহণ	সপ্তম বিশ্বকাপ, ১৯৯৯ সালে
মহিলা কুটনীতিক	তহমিনা হক ডলি (১৯৮২ সালে শ্রীলংকায় নিযুক্ত)
মহিলা মুসলিম অভিনেত্রী	বনানী চৌধুরী
আদমশুমারি	১৯৭৪ সালে
অভিনেত্রী	পূর্ণিমা সেনগুপ্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপমহাদেশীয় ভিসি	স্যার এ এফ রহমান
বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কুটনীতিক	কে এম শাহাবুদ্দীন ও আমজাদুল হক
মহিলা রাষ্ট্রদূত	মাহমুদা হক চৌধুরী
মহিলা কাষ্টমস কমিশনার	হাসিনা খাতুন
জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	শামীম কবির
মহিলা করকমিশনার	ফৌরদৌস আরা বেগম
টেবলয়েড পত্রিকা	দৈনিক মানবজমিন
হাইকোর্টের মুসলিম বিচারপ্রতি	সৈয়দ মাহমুদ
ঢাকা বাংলার রাজধানী	১৬১০ সালে (জাহাঙ্গীর নগর)
ক্যাডেট কলেজ ১৯৫৮)	ফৌজদারহাট ক্যাডেট৬ কলেজ
টেলিভিশন কার্যক্রম শুরু	১৯৬৪ সালে
রঙিন টেলিভিশন চালু	১ ডিসেম্বর ১৯৮০
ডিজিটাল টেলিফোন চালু	৪ জানুয়ারী ১৯৯০
বাংলাদেশ বিমান সংস্থা গঠন	১৯৭২ সাল
অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা	১০ এপ্রিল ১৯৭১
অস্থায়ী সরকারের শপথ	১৭ এপ্রিল ১৯৭১ (মুজিব নগর)
ব্যাংকিং মহিলা ব্যবস্থাপক	আনিসা হামিদ
বাংলাদেশ ব্যাংকে মহিলা মহাব্যবস্থাপক	নাজনীন সুলতানা
গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন	১০ এপ্রিল ১৯৭২
বিদেশী ক্রিকেট দলের জয়	স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে (১৯৯৯)
প্রথম মহিলা বিচারপতি	নাজমুন আরা সুলতানা
জাতীয় ফুটবলের অধিনায়ক	জাকারিয়া পিন্টু
ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী	ব্রজেন দাশ
১৯৭১ সালে শত্রুমুক্ত জেলা	যশোর
বাংলা বেতার প্রচারিত নাটক	কাঠ ঠোকরা

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশ স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ	ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)
মহিলা প্রো ভিসি	ডঃ তহমিনা বেগম (ঢা. বি)
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান	ডঃ তহমিদা বেগম
বৃহত্তম বেসরকারী ইপিজেড	কোরিয়ান ইপিজেড বাংলাদেশলিমিটেড
প্রথম সম্মানসূচক নাগরিকত্ব লাভ	কাজী নজরুল ইসলাম ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ডি.এস.সি ডিগ্রী প্রদান	১৯৯২ সালে
মহিলা এডিসি	বেগম ফারুকুন্নেসা (বগুড়া)
প্রথম মহিলা বীর প্রতীক	ডাঃ সিতারা বেগম (সেনাবাহিনী)
প্রথম বিদেশী বীর প্রতিক	ডবিই, এ এস ওয়াডার ল্যান্ড
প্রথম বাংলা ডিজিট্যাল স্যাটেলাইট টিভি	চ্যানেল আই
প্রথম মহিলা এস.পি	বেগম রওশন আরা
প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরী	মেহরাব হোসেন অপি
প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
প্রথম ইকো পার্ক	সিতাকুন্ড
প্রথম টেস্ট দলের অধিনায়ক	নাইমুর রহমান দুর্জয়
প্রথম আমত্মজার্তিক একদিনের ম্যাচ জয়	কেনিয়ার বিরুদ্ধে ১৬ মে ১৯৯৮
বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম খেলা	নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭ মে ১৯৯৯
বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম অধিনাক	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
প্রথম সংবিধান সংশোধনী	১৫ জুলাই ১৯৭৩ সালে
প্রথম স্টক এক্সচেঞ্জ	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ
প্রথম জি.ই.পি ডাক সার্ভিস শুরু হয়	১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪
বাংলাদেশ প্রথম ইএমএস এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস) শুরু হয়	২৭ এপ্রিল, ১৯৯২ সালে
প্রথম বে-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী আফ্রিকান দেশ	সেনেগাল, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২
প্রথম চায়ের চাষ হয় (বাণিজ্যিক ভাবে)	সিলেটের মালনীছড়ায়
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ	পোল্যান্ড
বাংলাদেশকে স্বীকৃতদানকারী অনারব মুসলিম দেশ	মালয়েশিয়া ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২, ইন্দোনেশিয়া ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি (জণগণের ভোটে নির্বাচিত)	জিয়াউর রহমান ৩ জুন ১৯৭৮

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩
প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী	আ স ম আবদুর রব (২মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
প্রথম পাঁচ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু	১ অক্টোবর, ১৯৯৫
পি,এ,সির প্রথম চেয়ারম্যান	ডঃ এ, কিউ,এম বজলুর করিম
সারদা পুলিশ একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ	মেজর চেলসি
বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন	ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্
মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের কোন প্রধানমন্ত্রী প্রথম সরকার প্রধান হিসাবে যুক্তরাষ্ট সফর করেন	শেখ হাসিনা
বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪
বাংলাদেশের প্রথম কবে সিটিবিটি অনুমোদন করে	৭ মার্চ ২০০০
বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম বেসরকারী ব্যাংক	আরব- বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড
বায়তুল মোকারমকে প্রথম জাতীয় মসজিদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়	১৯৮২ সালে
বাংলাদেশ প্রথম সাইবার সিটি স্থাপিত হয়	সিলেটে
ঢাকা আগরতলা রুটে প্রথম পরীক্ষামূলক বাস সার্ভিস চালু হয়	২৫ ডিসেম্বর, ২০০০
বাংলাদেশে প্রথম দৃষ্টিহীন আইনজীবী	এ পি পি খাদেমুল ইসলাম
বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার পত্রিকার নাম	আইটিকম
বাংলাদেশের প্রথম উপকুলীয় গ্যাসক্ষেত্র	সাংগু গ্যাসক্ষেত্র
প্রথম বিশ্বে শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন	সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেন মুহাম্মাদ এরশাদ
বাংলাদেশের প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ	১৯৮৪ সালে লস এঞ্জেলস
জাতিসংঘ ফারাক্কা বিষয় প্রথম উত্থাপিত হয়	১৯৭৬ সালে
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ	সোভিয়েত ইউনিয়ন (২৫ জানুয়ারী, ১৯৭২)
বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছায়	দিনাজপুর
সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত প্রকাশিত হয়	বঙ্গ দর্শন পত্রিকায়
বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব	নবাব মুর্শিদ কুলী খান

www.bcsourgoal.com.bd
tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশের প্রথম টেষ্ট আম্পায়ার হলো	আখতার উদ্দিন শাহীন এবং শওকতুর রহমান
বাংলাদেশ মহিলা প্রথম দেশের বাহিরে অন্য কোন দেশের সংসদ সদস্য হন	সায়রা খাতুন (নরওয়েতে নির্বাচিত হয়েছেন)
প্রথম যাদুঘর	বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর
বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথমে আঁকেন	মেজর জেমস রেনেল
জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু	১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শপথ নেন	১৯৯১ সালের ২০ মার্চ শপথ নেন
প্রথম ফ্লাইভার	খিলগাঁও, ঢাকা
প্রথম সিনেমা হল	গুলিসত্মান
প্রথম বাঙ্গালী এভারেষ্ট বিজয়ী	লে: কমান্ডার সত্যব্রত ধাম (ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অফিসার)
প্রথম রাবার বাগান	বামু, কক্সবাজার

বাংলাদেশের বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, দীর্ঘতম, উচ্চতম, শ্রেষ্ঠতম

বাংলাদেশের বৃহত্তম

- ☆ বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
- ☆ বৃহত্তম মসজিদ হচ্ছে বায়তুল মোকাররম মসজিদ।
- ☆ বৃহত্তম জাদুঘর- জাতীয় জাদুঘর।
- ☆ বৃহত্তম বিমান বন্দর হচ্ছে- হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর।
- ☆ বৃহত্তম গ্রন্থাগার হচ্ছে- পাবলিক লাইব্রেরী।
- ☆ বৃহত্তম পার্ক রমনা পার্ক
- ☆ বৃহত্তম উদ্যান হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
- ☆ বৃহত্তম রেলওয়ে জাংশন হচ্ছে ঈশ্বরদী জাংশন।
- ☆ বৃহত্তম বাঁধ- কাপ্তাই।
- ☆ বৃহত্তম পানি সেচ প্রকল্প- তিসত্মা প্রকল্প।
- ☆ বৃহত্তম বিল- চলন বিল।
- ☆ বৃহত্তম শহর- ঢাকা।
- ☆ বৃহত্তম রেল স্টেশন- কমলাপুর রেল স্টেশন
- ☆ বৃহত্তম কাগজ কল- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল।
- ☆ বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র- ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
- ☆ বৃহত্তম দ্বীপ- ভোলা
- ☆ বৃহত্তম গ্রাম- বানিয়াচং (এশিয়ার বৃহত্তম)
- ☆ বৃহত্তম বিভাগ- চট্টগ্রাম।

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

- ☆ বৃহত্তম সার কারখানা (সরকারী)- যমুনা সার কারখান, জামালপুর
- ☆ বৃহত্তম সার কারখান (বেসরকারী)- কাফকো, চট্টগ্রাম
- ☆ বৃহত্তম হাসপাতাল- ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।
- ☆ বৃহত্তম স্টেডিয়াম- জাতীয় স্টেডিয়াম।
- ☆ বৃহত্তম ব্যাংক- বাংলাদেশ ব্যাংক
- ☆ বৃহত্তম সিনেমা হল- মণিহার (যশোর)
- ☆ বৃহত্তম বাণিজ্যিক জাহাজ- বাংলার দূত
- ☆ বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- ☆ বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র- তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- ☆ বৃহত্তম হোটেল- সোনারগাঁও
- ☆ বৃহত্তম জেলা- রাঙ্গামাটি (৬১১৬ বর্গ. কি.মি)
- ☆ বৃহত্তম থানা (আয়তনে) - শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
- ☆ বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ☆ বৃহত্তম বনভূমি (একক)- সুন্দরবন।
- ☆ বৃহত্তম বনভূমি (যৌথ)-চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল
- ☆ বৃহত্তম চিড়িয়াখান- মিরপুর চিড়িয়াখান
- ☆ বৃহত্তম নদ- বৃহ্মপুত্র।
- ☆ বৃহত্তম পাহাড়- গারো পাহাড়।
- ☆ বৃহত্তম হাওড়- হাকালুকি, মৌলভী বাজার
- ☆ বৃহত্তম চক্ষু হাসপাতাল- চট্টগ্রাম চক্ষু হাসপাতাল
- ☆ বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল- সুন্দরবন
- ☆ বৃহত্তম তফসীল ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক।
- ☆ বৃহত্তম সড়ক সেতু- যমুনা সেতু।
- ☆ বৃহত্তম রেল সেতু- যমুনা সেতু (২য় হার্ডিঞ্জ ব্রীজ)
- ☆ বৃহত্তম ঘন্টা- রামুনাথ বৌদ্ধবিহার ঘণ্টা
- ☆ বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা- খুলনা শিপউয়ার্ড
- ☆ বৃহত্তম অফিস- বাংলাদেশ সচিবালয়
- ☆ বৃহত্তম থানা (জনসংখ্যায়)- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
- ☆ বৃহত্তম স্মৃতিসৌধ- জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার।
- ☆ বৃহত্তম মন্দির- ঢাকেশ্বরী মন্দির
- ☆ বৃহত্তম সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র- বাংলা একাডেমী
- ☆ বৃহত্তম চিনিকল (আয়তন)- কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, কুষ্টিয়া
- ☆ বৃহত্তম চিনিকল (উৎপাদনে) জয়পুরহাট চিনিকল
- ☆ বৃহত্তম বিভাগ (জনসংখ্যায়)- ঢাকা।
- ☆ বৃহত্তম জেলা (আয়তনে)- রাঙ্গামাটি (৬১১৬ বর্গ কি.মি)
- ☆ বৃহত্তম নদী (দৈর্ঘ্যে) সুরমা (৩৯৯ কি.মি)
- ☆ বৃহত্তম নদী (প্রশস্থে) - মেঘনা
- ☆ বৃহত্তম মেডিকেল কলেজ- ঢাকা মেডিকেল কলেজ

www.bcsourgoal.com.bd
tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd

☆ বৃহত্তম নৌ-বন্দর- নারায়ণগঞ্জ
☆ বৃহত্তম রেডিও স্টেশন- রামপুরা (ঢাকা)
☆ বৃহত্তম সমাধিস্থল- আজিমপুর, ঢাকা।
☆ বৃহত্তম শহীদ মিনার- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা।
☆ বৃহত্তম ই.পি.জেড- চট্টগ্রাম ই.পি.জেড
☆ বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ- ডি ডবিউ ২০০০ এইচ (বিএনএস বঙ্গবন্ধু)
☆ বৃহত্তম বৈদ্যুতিক তার তৈরির কারখানা- ইষ্টার্ণ ক্যাবলস, চট্টগ্রাম
☆ বৃহত্তম সিগারেট কোম্পানি- বৃটিশ-আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি (বিটিসি)
☆ বৃহত্তম পশু- হাতি।

ক্ষুদ্রতম

☆ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন- সেন্টমার্টিন
☆ বিভাগ সিলেট (১২৫৯৬ বর্গ কি.মি)
☆ জেলা মেহেরপুর (৭১৬ বর্গ কি.মি)
☆ থানা (আয়তনে)- সূত্রাপুর/ কোয়াতলী, ঢাকা।
☆ ক্ষুদ্রতম থানা (জনসংখ্যায়)- রাজস্থলী, রাঙামাটি।
☆ গ্যাস ক্ষেত্র- বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী
☆ সেচ প্রকল্প- পি এন ডি সেচ প্রকল্প
☆ রেল ষ্টেশন- ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম

দীর্ঘতম

☆ বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ- ব্রহ্মপুত্র।
☆ দীর্ঘতম সড়ক সেতু- যমুনা সেতু।
☆ বাংলাদেশের তথা বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।
☆ দীর্ঘতম সংসদ- সপ্তম জাতীয় সংসদ।

উচ্চতম

☆ বাংলাদেশের উচ্চতম বৃক্ষ হচ্ছে বৈলাম বৃক্ষ।
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ- তাজিন ডং (৪০৩৯ ফুট, ১২৩১ মিটার বান্দরবন)
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম পাহাড়- গারো পাহাড়, ময়মনসিংহ।
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম দালান- বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন (নির্মাণাধীন সিটি সেন্টার, ৩৭ তলা)
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম ভাস্কর্য- স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

☆ শ্রেষ্ঠ কবি- কাজী নজরুল ইসলাম
☆ শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি- শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ
☆ শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি- সুফিয়া কামাল
☆ শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
☆ শ্রেষ্ঠ কার্টুনিষ্ট- রফিকুন্নবী (রণবী)
☆ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার- জহির রায়হান।
☆ শ্রেষ্ঠ স্থপতি- এফ, আর, খান
☆ শ্রেষ্ঠ জাদুকর- জুয়েল আইচ
☆ শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু- গ্রান্ড মাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ
☆ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক- ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁ
☆ শ্রেষ্ঠ পল্লী কবি- জসীম উদ্দীন
☆ শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী- অলক রায়
☆ শ্রেষ্ঠ সাতারু- ব্রজেন দাশ
☆ শ্রেষ্ঠ ফুটবলার- যাদুকর সামাদ
☆ শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র- কক্সবাজার
☆ শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু- রাণী হামিদ
☆ শ্রেষ্ঠ ভাস্কর- শামীম শিকদার
☆ শ্রেষ্ঠ শুটার- সাবরিন সুলতানা
☆ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী- শাবানা
☆ শ্রেষ্ঠ নির্মাতা- জহিরুল ইসলাম
☆ শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পী- মরহুম আববাস উদ্দিন
☆ শ্রেষ্ঠ মহিলা সংগীত শিল্প- রুনা লায়লা
☆ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী- ড. কুদরত ই খুদা
☆ শ্রেষ্ঠ চিত্রকর- মরহুম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

জেনে রাখা প্রয়োজন:

১. "রুপসী বাংলাদেশ" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে- সোনার গাঁয়ের যাদুঘর এলাকাকে।
২. মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের তিনটি জেলার সীমানা রয়েছে। (বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলার)।
৩. বাংলাদেশ বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমামত্ম সংযোগ নেই।
৪. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন- সেন্টমার্টিন [দেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন]।
৫. ভারত কর্তৃক দখলকৃত "পাদুয়া" নামক স্থানটি সিলেট সীমামেত্ম অবস্থিত।
৬. বাংলাদেশের সীমামত্মবর্তী ভারতের জেলা- ১০ টি (মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চবিবশ পরগণা, মালদহ, বীরভূম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, বাহারামপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসাতে)।
৭. ঢাকার প্রতিপাদ স্থান- চিলির নিকট প্রশামত্ম মহাসাগরে।
৮. বাংলাদেশের বর্তমানে নৌ থানা ৪টি (হাইমচর, জুমসারা, কাইলসি ও বাহাদুরাবাদ)।
৯. ঢাকা শহর অবস্থিত- ৯০ ক্র ২০র্ পূর্ব দ্রাঘিমায়।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

১০. বাংলাদেশের পাদদেশীয় সমভূমি এলাকা- রংপুর, দিনাজপুর।

১১. টাইগার পাস অবস্থিত- চট্টগ্রামে।

১২. তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় (শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)।

১৩. জাহাজমারা- নোয়াখালী জেলার সর্বদক্ষিণের ইউনিয়ন

১৪. তেতুলিয়া ও টেকনাফ অবস্থিত- পঞ্চগড় ও কক্সবাজার জেলায়

১৫. বৈরাগীর চালা- গাজীপুর জেলায় শ্রীপুরে অবস্থিত, ইংল্যান্ডের রাণীর আগমনের জন্য বিখ্যাত।

১৬. বাংলাদেশের সীমামত্ম হতে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব- ১৬.৫ কি.মি।

১৭. আগুনে মুখো- পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার উত্তরে পাঁচটি নদীর মিলিত স্থান। ঝড়ের সময় নদীর ঢেউগুলো রক্তির বর্ণ ধারণ করে।

১৮. "জঙ্গলবাড়ী দূর্গ" অবস্থিত কিশোরগঞ্জ জেলায়।

১৯. দেশের প্রথম বর্ণমালার ইলেট্রিক বই "কথক লিপি" তৈরী করেছেন- প্রকৌশলী মাসুদ আহমেদ সরকার।

২০. চট্টগ্রাম "ডিসি হিল" পার্কের বর্তমান নাম- নজরুল স্কোয়ার।

২১. সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন- ধর্মপাল।

২২. বৈরাগীর ভিটা অবস্থিত- বগুড়ায়।

২৩. দেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগরে বিশ্ববিদ্যালয় (এর উচ্চতা ২৪. ফুট, ব্যাস ৫১ ফুট, স্থপতি রবিউল হুসাইন)।

২৫. অতীশ দীপাঙ্কর বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার লোক ছিলেন।

২৬. গারো ক্যাপিটাল বলা হয়- নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলাকে।

২৭. "নজরুল মঞ্চ" ও "নজরুল চত্ত্বর" অবস্থিত- বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে।

২৮. রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসত্মম্ভেন নাম- রক্ত সোপান।

২৯. মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান- ঈবহঃৎধষ ঘধঃরড়হধষ গড়যধসবফযধহ অংংড়পরধঃরড়হ.

৩০. জাতিসংঘের যে দু'টি শক্তিশালী দেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিরোধীতা করে- চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩১. যে সাহিত্যিক মুক্তিযুদ্ধের অবদানের জন্য "বীর প্রতিক" খেতাবে লাভ করে- আব্দুস সাত্তার।

বাঙালি জাতির আবির্ভাব

☆ বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়- 'বঙ' থাদু থেকে, 'বঙ' হল প্রাচীন কালে এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

☆ 'বঙ' জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাসের ফলে এ অঞ্চলের নাম হয় 'বঙ্গভূমি'

☆ 'বঙ্গ নামের প্রথম উলেখ পাওয়া যায়- ঐতরেয় আরণ্যেক নামক গ্রন্থের ২-১-১ শেকে।

☆ 'বঙ' জনগোষ্ঠী মানুষের বাসভূমি ছিল- ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল।

☆ এ অঞ্চলের না 'বাংলা' নামকরণ করেন- সুলতান ইলিয়াস শাহ।

☆ বর্তমান বাঙালি জাতির পরিচয়- শংকর জাতি।

☆ বাংলা আদি জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অষ্ট্রিক।

☆ বাঙালি জাতি মূলত; কোন শাখার বংধর রূপে পরিচিত?- আর্য শাখার।

☆ বাঙালি জাতি গড়ে উঠে- অস্টিক, দ্রাবিড়, ও আর্য সংমিশ্রণে।

☆ সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দের ব্যবহার হয়- আইন-ই আকবরী গ্রন্থে।

☆ বাংলায় সর্ব প্রথম নৌবাহিনী গড়ে তুলেন- ইওয়াজ খিলজী।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

☆ বাঙ্গালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাসে সমগ্র বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়- ২ ভাগে যেমনঃ ক) অনার্য নরগোষ্ঠী (প্রাক আর্য) খ) আর্য নরগোষ্ঠী।

☆ প্রাক আর্য নরগোষ্ঠী অমত্মগর্ত- নেগ্রিটো, অস্টিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনা জাতি।

☆ আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল- ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে।

☆ আর্য হল- ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃতি ও ফরাসি ভাষায় যারা কথা বলত তারা আর্য নামে পরিচিত ছিল।

☆ আর্যরা ভারতবর্ষে আসেন- খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০-১৩০০ অব্দে।

☆ আর্য যুগকে বলা হয়- বৈদিক যুগ।

☆ আর্য সাহিত্যেকে বলা হয়- বৈদিক সাহিত্য।

☆ আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য- বেদ (বেদের রচয়িতা ঈশ্বর)

☆ আর্যদের পবিত্র গ্রন্থের নাম- ঋগ্বেদ।

☆ আর্যদের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশের পূর্বে বঙ্গ দেশ কোন জাতির প্রভাবাধীন ছিল? অষ্টিক গোষ্ঠীর।

☆ আর্যদের ধর্মের রক্ষাকর্তা ছিলেন- পুরোহিতগণ

☆ নিষাদ জাতি বলা হয়- নিগ্রোদের মত দেহগঠনযুক্ত অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙ্গালি জাতির যে অংশ গড়ে উঠে।

☆ বাংলার আদম অধিবাসীদের বাংশধর- কোল,ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতি।

☆ অস্ট্রিক গোষ্ঠী বঙ্গদেশে আসে- আনুমানিক পাঁচ ছয় হাজার বছর পূর্বে।

☆ প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়- পাথর যুগকে।

☆ প্রসত্মর যুগের পরবর্তী যুগকে বলে- ধাতুর যুগ।

☆ ভারতীয় উপমহাদেশের অতি প্রাচীন সভ্যতা- সিন্ধু সভ্যতা।

☆ বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়- আনুমানিক খ্রিষ্ট পূর্ব ৫০০০ অব্দে।

☆ প্রাচীনতম এ সভ্যতার নিদর্শন প্রথম আবিস্কৃত হয়- ১৯২২ সালে।

☆ মহাভারত এর রচয়িতা- বেদব্যাস।

☆ রামায়ণ এর রচয়িতা- বাল্মীকি।

☆ আলেকজেন্ডার ভারতে থাকেন- খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ থেকে ৩২৫ অব্দ পর্যমত্ম।

প্রাচীন বাংলার জনপদ

জনপদ	অবস্থান
বঙ্গ	প্রাচীন কালে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং ফরিদপুর অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল।
পুন্ড্র	উত্তর বঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। এটি হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ। বগুড়ার মহাসত্মান গড় তৎকালে পুন্ড্রনগর নামে পরিচিত ছিল যা এই জনপদের রাজধানী ছিল।
ওাঢ়	ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে এই জনপদের অবস্থান ছিল। রাঢ় এর অপর নাম ছিল সুক্ষ।
গৌড়	উত্তর বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও এর পাশ্ববর্তী অঞ্চল এবং বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে এ জনপদটি গড়ে উঠেছিল।
সমতট	পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অর্থাৎ কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলা।
হরিকেল	বাকেরগঞ্জ অঞ্জলের সংলগ্ন এলাকা (তাছাড়া বর্তমান সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল)
বরেন্দ্র	গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী উচ্চভূমি অঞ্চল (বর্তমান উত্তর বঙ্গ)

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

প্রাচীন বাংলার আগত পর্যটক

ইবনে বতুতা: মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে ভারত বর্ষে আগমন করেন। পরবর্তীতে ১৩৪৫ সালে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের শাসনামলে তিনি বাংলায় আসেন। কিতাবুল রেহালা নামক গ্রন্থে তিনি বাংলার অনিন্দ্য সুন্দর রুপ বর্ণনা করেন।

ফা- হিয়েন: চীনা পর্যটক। ২য় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে বাংলায় আসেন।

হিউয়েন সাঙ: চীন দেশীয় বৌদ্ধ এই পন্ডিত সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে উপমহাদেশে আসেন। তিনি ৬৩০- ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যমত্ম এখানে অবস্থান করেন।

মা হুয়ান: তিনিও একজন চীনা পরিব্রাজক। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজত্বকালে বাংলায় আসেন।

মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা ও রাজধানী

যুগ	শাসনকাল	রাজা/রাজধানী
পাল বংশ	৭৫০-১১৫০ ইং	রাজা- গোপাল, ধর্মপাল,রাজধানী- পাহাড়পুর, সোমপুর
সেন	১০৯৫-১২৮০ ইং	রাজা- বিজয়সেন ও লক্ষণসেন, রাজধানী- নদীয়া, বিক্রমপুর
তুর্কী বংশ	১২০৪-১৩২৪ ইং	১ম মুসলিম শাসক- বখতিয়ার খলজি, রাজধানী- নদীয়া
স্বাধীন সুলতানী আমল	১৩৩৮-১৫৩৮ ইং	রাজধানী- গৌড় (শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ), সোনারগাঁ (ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ)
মোগল আমল	১৫২৬-১৭৫৭ ইং	মোগল সম্রাটগণ, রাজধানী রাজমহল (১৫৭৫), ঢাকা (১৬১০), মুর্শিদাবাদ (১৭০৪)
ইংরেজ আমল	১৭৫৭-১৯৪৭ ইং	ইংরেজ গর্ভনর ও ভাইসরয়গণ, রাজধানী কলকাতা (১৭৬৪), ঢাকা (১৯০৫) কলকাতা (১৯১১)
আধুনিক যুগ	১৯৪৭ বর্তমান	ঢাকা (১৯৪৭), ঢাকা (১৯৭১)

মৌর্য বংশ

☆ মৌর্য সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

☆ মৌর্য বংশের রাজত্বকাল ছিল- খ্রিঃ পূর্ব ৩২৪ থেকে ১৮৫ খ্রিঃ পূর্ব অব্দ পর্যমত্ম।

☆ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল- পাটলী পুত্রে বা বর্তমান পাটনায়।

☆ আশোক ক্ষমতা গ্রহণ করে- খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে।

☆ কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন?- কলিঙ্গ যুদ্ধ।

☆ কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়- খ্রিষ্টপূর্ব ২৬০ মতান্তরে ২৬১ অব্দে।

☆ কার প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম পরিণত হয়?- অশোকের।

☆ মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রীক দূত ছিলেন?- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

☆ সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট- বৃহদ্রথ

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

গুপ্ত বংশ

☆ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- শ্রী গুপ্ত।
☆ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন- খ্রিষ্টপূর্ব ৩২ সালে।
☆ গুপ্ত বংশের মধ্যে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন- প্রথম চন্দ্র গুপ্ত।
☆ ফা-হিয়েন- চীনের পর্যটক (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতে আসেন)।
☆ গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা- সমুদ্র গুপ্ত।
☆ ফা হিয়েন এর ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম- ফো-কুয়ো-কিং।
☆ গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়- সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকে।
☆ গুপ্ত সম্রাজ্যের রাজধানীর নাম- বৈশালী।
☆ গুপ্ত ও মৌর্য বংশের রাজধানী ছিল- গৌড়ে (মহাস্থানগড়)।

গৌড় বংশ [গৌড় রাজ্যের উত্থান ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে]

☆ গৌড় বংশের শক্তিশালী ও প্রথম রাজা ছিলেন- শশাংক (৬০৬ সাল)
☆ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা ছিলেন- শশাংক
☆ শশাঙ্কের উপাধি ছিল- মহাসামান্ত
☆ স্বাধীন গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল- কর্ণসুবর্ণ
☆ কর্ণসুবর্ণ বর্তমান কোন অঞ্চলের নাম?- বর্তমান মালদহ জেলা (পশ্চিম বঙ্গ)।
☆ রাজা হর্ষবর্ধণ সিংহাসনে আরোহণ করেন- ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে।
☆ হর্ষবর্ধণের সময় আগত চীনা পরিব্রাজকের নাম-হিউয়েন সাং।
☆ হিউয়েন সাং শশাঙ্কের বৌদ্ধে ধর্মের নিগ্রহকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন।

পাল বংশ

☆ পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল
☆ গোপাল আনুমানিক কতদিন রাজত্ব করেছেন- ৭৫৬ থেকে ৭৯১ খ্রিঃ পর্যমত্ম।
☆ বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজা বাংশের নাম- পাল বংশ।
☆ পাল বংশের রাজাগণ রাজত্ব করেন- প্রায় চারশত বছর।
☆ সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন- ধর্মপাল (নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে)
☆ কুমিল্লা জেলার ময়নামতি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন- রাজা ধর্মপাল।
☆ ধর্মপাল উপাধি গ্রহণ করেন- পরমেশ্বর, পরম ভদ্রারক মহারাজাধিরাজে।
☆ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন- ধর্মপাল।
☆ পাল বংশের শাসনামলে বঙ্গের অর্থনৈতিক জীবন ছিল- কৃষি নির্ভর।
☆ পাল রাজাগণ তাদের শাসনকালে কোন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন?- বৌদ্ধ সংস্কৃতি।
☆ দেব রাজাদের রাজধানী দেব পর্বত অবস্থিত- বর্তমান কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে।
☆ ৩য় বিগ্রহ পালের সময় পাল রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।
☆ পাল বংশের সর্বশেষ রাজা রাজা- রাম পাল।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

সেন বংশ

☆ সেন রাজাদের পূর্ব পুরুষগণ দাক্ষিণাতের কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন।
☆ সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- বিজয় সেন।
☆ বিজয় সেনের রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল- ১৯০৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
☆ সেন বংশের প্রথম রাজা ছিলেন- হেমন্ত সেন।
☆ বাংলা সর্বপ্রথম একক শাসনাধীন আসে- বিজয় সেনের শাসনামলে। (১৯০৮-১১৬০ খ্রিঃ)।
☆ সেন বংশের সর্বশেষ রাজা- লক্ষণ সেন।
☆ বাংলার সর্বশেষ হিন্দু রাজা- লক্ষণ সেন।
☆ লক্ষণ সেন কোন গ্রন্থের যৌথ লেখক ছিলেন?- অদ্ভুত সাগর গ্রন্থের।
☆ বাংলায় পেশাভিত্তিক বর্ণবাদ চালু করেন- সেন রাজারা।
☆ কৌলিণ্য প্রথার প্রবর্তক- বল্লাল সেন।

মধ্যযুগঃ সুলতানী আমল

☆ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ সালে লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন।
☆ বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। (১৩৩৮ সালে)।
☆ হোসেন শাহী যুগের তথা বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তিনি ৪৫ বছর (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত) রাজত্ব করেন। তারপর রাজধানী ছিল একডালায়। বাংলার আকবর খ্যাত আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন।
☆ খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালাল উদ্দিন খিলজী। শ্রেষ্ঠ সম্রাট মোবারক খিলজী। শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ এর শাসন আমলে তুরস্কের অধিবাসী হযরত শাহজালাল (রঃ) ধর্ম প্রচারে সিলেটে আসেন।
☆ বাংলাদেশকে দোযখপুর নিয়ামত বলেছেন- ইবনে বতুতা।
☆ ইবনে বতুতার "কেতাবুল রেহালা" গ্রন্থে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মুঘল আমল

☆ মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর। তার পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান আফগানিসত্মানের ফারগানায়। ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে বাবর উপমহাদেশ মুঘল সম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন।
☆ পানি পথ নামক স্থানটি ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে অর্থাৎ দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্তী যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই পানি পথের প্রামত্মরে মোট তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যেগুলো পানি পথের যুদ্ধ নামে খ্যাত। পানি পথের প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে। পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে বৈরাম খাঁ ও হিমুর মধ্যে সংঘটিত হয় এবং সর্বশেষ ১৭৬১ সালে আহমেদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

☆ মুঘল সম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন সম্রাট আকবর। তিনি ১৩ বছর বয়সের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রথম জীবনে শিয়া মতালম্বী বৈরামখাঁ ছিলেন আকবরের অভিভাবক। সম্রাট আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী নামে একটি ধর্ম প্রবর্তন করেন যার অনুসারী ছিল মাত্র- ১৮ জন। 'মনসবদারী প্রথা' রাজপুত নীতি, জিজিয়াকর ও তীর্থকর রহিত করণ ইত্যাদির প্রবক্তা হচ্ছেন আকবর।

☆ বাবর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- তুযুক-ই বাবর বা বাবর নামা তুর্কী ভাষার রচিত।

☆ আকবর রাজ সভায় শোভা বর্ধনকারী ছিলেন- তানসেন।

☆ আকবর বাংলা বিজয় করেন- ১৫৭৪-৭৬ খ্রিঃ।

☆ বাংলা সনের সূচনা হয় ৯৬৩ হিঃ ১৫৫৬ খ্রঃ ১১ এপ্রিল ১লা বৈশাখ ৯৬৩ বাংলা গণনা শুরু হয়।

☆ নূরজাহান ছিলেন- সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা স্ত্রী।

☆ আগ্রার দুর্গের নির্মাতা- সম্রাট জাহাঙ্গীর।

☆ নুরজাহানের প্রকৃত নাম- মেহেরুন্নিসা (মেহের-উন নিসা)

☆ শাহজাহানের স্ত্রীর নাম- মমতাজ।

☆ ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছর ব্যাপী পরিশ্রম করে 'তাজমহল' নির্মাণ করে।

☆ দিল্লীর দরবারে শাহজাহানের নির্মিত অমর কীর্তি দিওয়ান-ই আম, দিওয়ান-ই খাস।

☆ আগ্রার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।

☆ মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' বলা হয়।

☆ 'ফাতেমা-ই আলমগীর' রচনা করেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব।

☆ আওরঙ্গজেব এর শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।

☆ শায়েসত্মা খানের পূর্ব নাম- মির্জা আবু তালিব ওরফে নবাব শায়েস্তা খান।

☆ ঢাকায় শায়েসত্মা খানের নির্মিত কীর্তিগুলো- ছোট কাটরা, চকবাজারের মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, চক মসজিদ ও চম্পাতলীতে বিবি চম্পার মাজার।

☆ শায়েসত্মা খানের সময়ে- টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত।

☆ চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ রাখেন- শায়েস্তা খান

☆ লালবাগে পরিবিধির সমাধিসৌধ তৈরী করেন- শায়েস্তা খান

☆ বাংলায় বার ভুঁইয়ার উৎপত্তি হয়- মুঘল শাসনামলে।

☆ বার ভুঁইয়াদের প্রধান ছিলেন- ঈঁসা খাঁ।

☆ মুঘল সম্রাজ্যের পতন হয়- ১৮৫৭ সালে।

☆ মুঘল সম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

☆ দিল্লীর লাল কেল্লা নির্মাণ করেছেন- শাহজাহান।

☆ আগ্রার যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি তাজমহল নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান ১৬৩২-১৬৫৩ খৃঃ।

☆ আইন-ই- আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজল ছিলেন সম্রাট আকবরের সভাকবি আর টোডরমল ছিলেন আকবরের রাজস্বমন্ত্রী।

☆ আফগান শাসক শের শাহ্ সূর বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫৪০ (১৭ মে) সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। শেরশাহ এর উলেখযোগ্য অবদান হচ্ছে ভারত বর্ষে ঘোড়ার ডাক এর প্রচলন, দাম মুদ্রার প্রচলন এবং গ্র্যান্ডে ট্রাংক রোড নির্মাণ। তিনি দিল্লী থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। সম্রাট হুমায়ুন বাংলাকে জান্নাতবাদ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন গ্রন্থগারের সিঁড়ি হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

www.bcsourgoal.com.bd

☆ চৎরহপব ড়ভ ইঁরষফবৎং, খ্যাত সম্রাট শাহজাহান তাহমহল নির্মাণ করেন। তাজমহলের স্থপতি হচ্ছেন ওস্তাদ ঈশা সিরাজী। তাছাড়া সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে শিল্পী বেবাদল খাঁন ময়ুর সিংহাসন নির্মাণ করেন। পরে ১৭৩৯ সালে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ্ লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।

☆ মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট হচ্ছেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্। তাঁকে বৃটিশ সরকার রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন। পরবর্তীতে তিনি রেঙ্গুনেই মারা যান এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

☆ ভারত বর্ষে "ঘোড়ার ডাক" প্রচলন করেন- শের শাহ।

☆ অমৃতসর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন- আকবর।

☆ ইতিহাসে পাবর্ত্য মূষিক নামে পরিচিত- শিবাজী রাও।

বার ভুঁইয়া

মুঘল সম্রাট আকবর দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করার পর প্রায় ৪০ বছর ব্যাপী বাংলাদেশে কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল না। এ সময় 'বার ভূইঁয়া' নামে খ্যাত বাংলাদেশের জমিদারগণ স্বাধীনভাবে নিজেদের এলাকা শাসন করতেন। স্বাধীকার, স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বার ভুঁইয়াদের বীরত্ব এ দেশবাসী গর্বের সাথে স্বরণ করে।

নং	বার ভুঁইয়া	অঞ্চল
১	মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ, জুমা খাঁ (ঈশা খাঁর ভাই), মুসা খাঁ (ঈশা খাঁর পুত্র)	খিজিরপুর, ঢাকা
২	মহারাজা প্রতাপদিত্য	খুলনা, যশোর
৩	ফজল গাজী, বাহাদুর গাজী, আনোয়ার গাজী	ভাওয়াল, গাজীপুর
৪	কন্দপ নারায়ণ রায়, রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপ	বাকেরগঞ্জ
৫	লক্ষণ মাণিক্য	ভাওয়াল, গাজীপুর
৬	চাঁদগাজী, জুনাগাজী	মানিকগঞ্জ
৭	চাঁদ রায় ও কেদার রায়	বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ
৮	হামিদুর রহমান	বাকুঁড়া
৯	পীতাম্বর রায়, রামচন্দ্র রায়	পুটিয়া, রাজশাহী
১০	গণেশ রায়, প্রমথ রায়	দিনাজপুর
১১	মুকুন্দ রাম, রঘুনাথ	ভূষার, ফরিদপুর
১২	কংস নারায়ণ	তাহিরপুর নাটোর

tanbircox.blogspot.com
www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

ইউরোপীয়দের আগমন

☆ সর্বপ্রথম ১৪৮৭ সালে ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারত বর্ষে আসার পথ আবিস্কৃত হয়। এই পথ আবিস্কার করেন পর্তুগীজ নাবিক বার্থো লোমিউ দিয়াজ।

☆ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারত বর্ষে আসেন ১৪৯৮ সালে। তিনি সর্বপ্রথম ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন।

☆ ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম ১৫১০ সালে বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভারত বর্ষে আসেন। আর পর্তুগীজরা গোয়া থেকে বাংলায় আসেন ১৫১৬ সালে।

☆ পর্তুগীজদের পর ওলন্দাজ বা ডাচ্রা ১৬০২ সালে বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসেন। নেদার ল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ্ বলা হয়।

☆ ১৬০০ সাল ২১৭ জন অংশীদার নিয়ে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। তারা বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসে ১৬০৮ সালে।

☆ ১৬৬৪ সালে ফরাসী বণিকগণ "ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণী" গঠন করে এবং তারা ১৬৬৮ সালে বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসে। উপমহাদেশে সাম্রাজ্যে স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা চালায় ফরাসি বণিকেরা।

☆ বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব হচ্ছেন মুর্শিদকুলী খাঁ এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হচ্ছেন সিরাজউদ্দৌলা। আর বাংলার শেষ নবাব হচ্ছেন মীর জাফরের পুত্র নিজামউদ্দৌলা।

পলাশী থেকে ১৯৪৭

☆ পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে। পলাশী নামক স্থানটি মুর্শিদাবাদের নিকট অবস্থিত।

☆ ১৭৬৪ সালে ইংরেজ ও মীর কাসিমের মধ্যে সংঘটিত হয় বক্সারের যুদ্ধ।

☆ মীরনের নির্দেশে মুহাম্মাদী বেগ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে।

☆ সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা লাভ করেন ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিল- রবার্ট ক্লাইভ।

☆ পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি ছিল- মীর জাফর।

☆ 'অন্ধকূপ' হত্যা কাহিনীর স্রষ্টা- হলওয়েল (১৭৫৬ সালে)

☆ লর্ড ক্লাইভ ভারত বর্ষে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম বৃটিশ গর্ভনর। লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৬ সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। পরবর্তীতে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলোপ করেন।

☆ ইতিহাস খ্যাত দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বমত্বর, হয়েছিল ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (বাংরা ১১৭৬ সালে)। অন্যদিকে পঞ্চাশের মন্বমত্বর হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রিঃ (বাংলা ১৩৫০ সালে)।

☆ উপমহাদেশে পাঁচ শালা বন্দোবসত্ব প্রবর্তন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাছাড়া বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানামত্বর এবং রাজস্ব বোর্ড স্থাপন, তার কাজ।

☆ ১৭৯৩ সালে ২৩ মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী ভুমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। (তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম ভারত বর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রচলন করেন)।

☆ ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় লর্ড বেন্টিস্ক সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেন। তাছাড়া তিনি আদালতে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা চালু করেন।

www.bcsourgoal.com.bd

☆ লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন। ১৭৫৭ সালের ৯ মার্চ লর্ড ক্যানিং এর সময় বঙ্গ দেশের ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

☆ উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিট্রিশ গর্ভনর ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

☆ ইংরেজরা ১৭৫৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যমত্ম মোট ১৯০ বছর উপমহাদেশ শাসন করে।

☆ কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা- জব চার্ণক।

☆ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৫৮ সালে।

ব্রিট্রিশ বিরোধী আন্দোলন

☆ 'নীল বিদ্রোহ'- নীল চাষের বিরুদ্ধে দেশীয় চাষীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

☆ নীলকরদের অত্যাচারের লোমহর্ষক বর্ণনামূলক গ্রন্থের নাম- 'নীল দর্পণ'।

☆ তিতুমীর ছিলেন- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক।

☆ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বাঁশের কেল্লা তৈরী করেন- তিতুমীর (নারিকেল বাড়িয়ায়)।

☆ 'তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা' ভেঙ্গে দেয় ইংরেজগণ (জন স্টুয়ার্ড)।

☆ ৪০ জন সঙ্গীসহ তিতুমীর শহীদ হন- ১৯ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে।

☆ উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা বিসত্মারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নওয়াব আব্দুল লতিফ।

☆ কলিকাতায় 'মোহামেডান লিটারীর সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন- নওয়াব আব্দুল লতিফ- ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলরের সদস্য পদ প্রথম কোন মুসলমান অর্জন করেন?- সৈয়দ আমীর আলী।

☆ কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি- সৈয়দ মাহমুদ।

☆ 'আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা- সৈয়দ আহমদ খান।

☆ ইংরেজগণ দেওয়ানী লাভ করেন- ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ উপমহাদেশে সর্ব প্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস

☆ বৃটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত শাসন আইন' পাশ হয়- ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ পাঁচশালা বন্দোবসত্ম প্রবর্তন করে ওয়ারেন হেস্টিংস

☆ 'ছিয়াত্তরের মন্বমত্মর' ইংরেজ দুঃশাসনের ফলে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ (প্রায় ১ কোটি) লোক মারা যায়।

☆ ছিয়াত্তরের মন্বমত্মর হয়েছিল বাংলা ১১৭৬ সালে এবং ইংরেজী ১৭৭০ সালে।

☆ লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গর্ভণর জেনারেল নিযুক্ত হন- ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে

☆ চিরস্থায়ী বন্দোবসেত্ম' প্রবর্তন করেন- লর্ড কর্ণওয়ালিস (২২ মার্চ ১৭৯৩)

☆ 'সূযাসত্ম আইন'- নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাসেত্মর পূর্বে জমির রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হলে সরকার জমি নিলামে বিক্রি করে দিত।

☆ 'সতীদাহ প্রথার' বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন- রাজা রামমোহন রায়।

☆ 'সতীদাহ প্রথা' উচ্ছেদ আইন পাশ হয়- ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ করেন- লর্ড বেন্টিস্ক

☆ বিধবা বিবাহ বৈধ আইন পাশ হয়- ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে

☆ ভারতে সর্ব প্রথম রেলপথ চালু করেন- লর্ড ডালহৌসী।

www.bcsourgoal.com.bd

☆ আদালতে ফরাসী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় প্রবর্তন করেন- লর্ড বেন্টিক

☆ 'সিপাহী বিদ্রোহের' সূচনা হয়- ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে

☆ সিপাহী বিপবে পরাজয়ের পর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেয়া হয়- রেঙ্গুনে (মায়ানমার)

☆ উপমহাদেশ নিযুক্ত প্রথম ভাইসরয়- লর্ড ক্যানিং

☆ উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা প্রচলন করেন- লর্ড ক্যানিং ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ লর্ড কার্জন ভারতের বড় লাট নিযুক্ত হন- ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ "হিন্দু সমাজে ৪টি বর্ণ" ব্রাহ্মণ (ধর্মগুরু), ক্ষত্রীয় (সৈন্য), বৈশ্য (ব্যবসায়ী), শুদ্র (অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ)।

☆ ঢাকা হতে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানামত্মর করে- মুর্শিদ কুলী খান।

☆ ঢাকার নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীনগর নাম রাখেন- ইসলাম খান।

☆ ইলা মিত্র- বৃটিশ বিরোধী তেভাগা আন্দোলেনের নেত্রী।

☆ মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৯৩০ সালে।

☆ ক্ষুদিরাম- বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কর্মী। ইংরেজরা তাঁকে ফাঁসি দেয়।

☆ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, প্রতিষ্ঠা করেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম

বাংলার জাগরন ও সংস্কার আন্দোলন

☆ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছিল ফকির আন্দোলন। ফকির আন্দোলনের প্রধান নেতা ও সংগঠক ছিলেন ফকির মজনু শাহ। ফকির আন্দোলনের ব্যাপ্তী ছিল ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে। ১৭৮৭ সালে ফকির মজনুশাহের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব এ আন্দোলন সস্তমিত হয়ে পড়ে।

☆ হাজী শরিয়তউলাহ প্রবর্তিত ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলায়। হাজী শরিয়তুলাহর মৃত্যুর পর এই আন্দোলনের দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন তার পুত্র দুদু মিয়া এবং তিনিই ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রুপদান করেন।

☆ রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সংবাদ কৌমুদী, ও মীরাত- উল- আখবার, নামক দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন।

☆ বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

☆ ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্টা করেন।

☆ সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৯ সালে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন।

☆ পাক ভারত উপমহাদেশ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়- ১৮৩৬ সালে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd